০১ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

মানবাধিকার প্রতিবেদন

১-৩১ জানুয়ারি ২০১৭

রাজনৈতিক সহিংসতা ও দুর্বৃত্তায়ন অব্যাহত
সভা-সমাবেশে বাধা ও হামলা
গুম
বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড চলছেই
নির্যাতন ও মর্যদাহানিকর আচরণ
সংবাদ মাধমের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ
নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন বলবৎ
শ্রমিকদের অধিকার
ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও ক্ষুদ্রজাতিগোষ্ঠির মানবাধিকার লংঘন
নারীর প্রতি সহিংসতা
বাংলাদেশের প্রতি ভারত সরকারের আগ্রাসী নীতি
মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে প্রতিবন্ধকতা

অধিকার মনে করে 'গণতন্ত্র' মানে নিছক নির্বাচন নয়, রাষ্ট্র গঠনের-প্রক্রিয়া ও ভিত্তি নির্মাণের গোড়া থেকেই জনগণের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় নিশ্চিত করা জরুরি। সেটা নিশ্চিত না করে যাত্রা শুরু করলে তার কুফল জনগণকে বয়ে বেড়াতে হয়। রাষ্ট্র পরিচালনার সমস্ত ক্ষেত্রে জনগণ নিজেদের 'নাগরিক' হিসেবে ভাবতে ও অংশগ্রহণ করতে না শিখলে সরকার ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা হিসেবে 'গণতন্ত্র' গড়ে ওঠে না। নাগরিক হিসেবে নিজেদের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় এবং মানবিক চাহিদা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে শাসন ব্যবস্থার নিম্ন স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত জনগণের অংশগ্রহণ ও সিদ্ধান্ত নেবার ব্যবস্থা গড়ে না উঠলে তাকে 'গণতন্ত্র' বলা যায় না। অংশগ্রহণ ও সিদ্ধান্ত নেবার প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে নিজের অধিকার ও দায় সম্পর্কে নাগরিকদের উপলব্ধি ঘটে এবং তার মধ্যে দিয়েই অপরের অধিকার এবং নিজেদের সমষ্টিগত স্বার্থ ও দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়া ও তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়। এর কোন বিকল্প নাই। জনগণের সামষ্টিক ইচ্ছা ও অভিপ্রায় যে মৌলিক নাগরিক ও মানবিক অধিকারকে রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে সংসদের কোন আইন, বিচার বিভাগীয় কোন রায় বা নির্বাহী কোন আদেশের বলে সেই সমস্ত অধিকার রহিত করা যায় না। তাদের অলঙ্ঘনীয়তাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

ব্যক্তির মর্যাদা অলঙ্ঘনীয়। প্রাণ, পরিবেশ ও জীবিকার নিশ্চয়তা বিধান করা ছাড়া রাষ্ট্র নিজের ন্যায্যতা নাগরিকদের কাছে প্রমাণ করতে পারে না। বাংলাদেশের মানবাধিকার কর্মীদের গণভিত্তিক সংগঠন *অধিকার* ব্যক্তির মর্যাদা সমুন্নত রাখবার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সমস্ত মানবিক ও নাগরিক অধিকার এবং দায়িত্ব রক্ষা ও পালনের জন্য নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের মানদণ্ড ঐতিহাসিক লড়াই-সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে মানবেতিহাস অর্জন করেছে এবং এইসব নাগরিক ও মানবিক অধিকারের সার্বজনীনতা নানান আন্তর্জাতিক ঘোষণা, সনদ ও চুক্তির মধ্যে দিয়ে আজ বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এই কারণে *অধিকার* বাংলাদেশের মানবাধিকার আন্দোলনকে নিছকই রাষ্ট্রের হাতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার 'ব্যক্তি'কে রক্ষার ব্যাপার মাত্র বলে মনে করে না; বরং ব্যক্তির নাগরিক ও মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের আন্দোলন ও সংগ্রামের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বলে মনে করে। এই লক্ষ্য নিয়েই *অধিকার* বাংলাদেশের জনগণের নাগরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষায় মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে। ২০১৩ সালের আগস্ট মাস থেকে ক্রমাগত রাষ্ট্রীয় হয়রানি ও প্রতিবন্ধকতার মধ্যে থেকেও *অধিকার* ২০১৭ সালের জানুয়ারি মাসের মানবাধিকার প্রতিবেদনটি প্রকাশ করলো।

১-৩১ জানুয়ারি ২০১৭*			
মানবাধিকার লঙ্ঘনের ধরন			জানুয়ারি
বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড	ক্রসফায়ার		১৫
	গুলিতে নিহত		১
	মোট		১৬
গুম			৪
বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন	বাংলাদেশী নিহত		২
	বাংলাদেশী আহত		৩
	বাংলাদেশী অপহৃত		৫
সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণ	আহত		২
	লাঞ্ছিত		১
রাজনৈতিক সহিংসতা	নিহত		৫
	আহত		২১৭
নারীর ওপর যৌতুক সহিংসতা			১৭
ধর্ষণ			৩৯
যৌন হয়রানীর শিকার			১৪
এসিড সহিংসতা			৩
শ্রমিকদের পরিস্থিতি	তৈরি পোশাক শিল্প	নিহত	০
		আহত	০
		ছাঁটাই	১০৩৪
	অন্যান্য কর্মে নিয়োজিত শ্রমিক	নিহত	৩
		আহত	৭

* *অধিকার* এর সংগৃহীত তথ্য

রাজনৈতিক সহিংসতা ও দুর্বৃত্তায়ন অব্যাহত

১. ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে নয় মাস যুদ্ধের পর ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ মুক্ত হলেও সাম্য, মানবিক মর্যাদা এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনে ব্যর্থতার কারণে রাজনৈতিক সহিংসতা এবং দুর্বৃত্তায়ন বাংলাদেশে একটি সুস্থ ও স্বাভাবিক রাজনৈতিক ধারা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান বাধা হিসেবে আবির্ভূত হয়, যা পরবর্তীতে সব সরকারের আমলেই চলমান থাকে। বিরোধীদলের সহিংস প্রতিবাদ এবং সরকারিদল ও সরকারি বিভিন্ন বাহিনীগুলোর সহিংস আক্রমণ-দুটোরই উপস্থিতি ছিল ব্যাপক। এই সময় সরকার ও বিরোধীদলীয় নেতাকর্মীদের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য তরুণদের দলীয় রাজনীতিতে ব্যবহার করার প্রবণতা দেখা গেছে এবং বিভিন্ন সহিংস ঘটনায় সেইসব দলের সমর্থক তরুণদের অংশ নিতে দেখা গেছে। তবে ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি'র বিতর্কিত নির্বাচনের পর একটি তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে বাংলাদেশের রাজনীতিতে। বিরোধীদল বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর

নেতাকর্মীদের ওপর ব্যাপক দমন-পীড়ন অব্যাহত থাকায় এবং অগণতান্ত্রিক ও একনায়কতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দেশ পরিচালনার ফলে বর্তমানে যে সহিংস দুর্বৃত্তায়নের ঘটনা ঘটছে তার প্রায় সবগুলোই ঘটছে সরকারিদলের নেতা-কর্মীদের মাধ্যমে ।

২. *অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী জানুয়ারি মাসে রাজনৈতিক সহিংসতায় কমপক্ষে ৫ জন নিহত ও ২১৭ জন আহত হয়েছেন। এই মাসে আওয়ামী লীগের ২০ টি অভ্যন্তরীণ সংঘাতের ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে। এছাড়া আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ৫ জন নিহত ও ১৬৭ জন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

৩. ২০১৭ সালের জানুয়ারি মাসেও সহিংসতা ও দুর্বৃত্তায়নের প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে। এই সব সংঘর্ষে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতা-কর্মীদের মারণাস্ত্র হাতে নিয়ে নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে হতাহত হতে ও ভাংচুর করতে দেখা গেছে। এইরকম একটা পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক অঙ্গনে এবং জনগণের মধ্যে সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আকাঙ্খা তীব্র হয়েছে। অনেকগুলো ঘটনার মধ্যে তিনটি ঘটনা নিচে তুলে ধরা হলো:

৪. গত ৪ জানুয়ারি বাংলাদেশ ছাত্রলীগের ৬৯তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে ঠাকুরগাঁও জেলা শহরে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের জেলা কার্যালয় ছাত্রলীগের বিদ্রোহী 'মিজান গ্রুপ' দখল করে নেয়। এরপর ছাত্রলীগের কেন্দ্র থেকে ঘোষিত কমিটির সভাপতি মাহবুবুর রহমান রনির নেতৃত্বে একটি মিছিল প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে ঠাকুরগাঁও শহরের বলাকা সিনেমা হলের সামনে থেকে বের হয়ে চৌরাস্তায় পৌঁছালে দুইপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বেঁধে যায়। এই ঘটনায় দুই পক্ষের অন্তত ২০ জন আহত হন।[১]

বাংলাদেশ ছাত্রলীগের ৬৯তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে ঠাকুরগাঁও জেলা শহরে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের দু'পক্ষের সংঘর্ষের সময় অস্ত্র হাতে এক পক্ষ। ছবিঃ যুগান্তর, ৫ জানুয়ারি ২০১৭

৫. গত ১০ জানুয়ারি আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে শরীয়তপুর জেলার জাজিরা উপজেলার বরকান্দি ইউনিয়ন পরিষদের বর্তমান চেয়ারম্যান আওয়ামী লীগ নেতা সিরাজ সরদার এবং সাবেক চেয়ারম্যান আওয়ামী লীগ নেতা সফি খলিফার সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষে হোসেন খাঁ নামে একজন আওয়ামী লীগ কর্মী নিহত এবং দুই

[১] ঠাকুরগাঁও ও গলাচিপায় ছাত্রলীগের সংঘর্ষে আহত ২৫/ যুগান্তর, ৫ জানুয়ারি ২০১৭/ www.jugantor.com/city/2017/01/05/90646/ ও http://ejugantor.com/2017/01/05/index.php (Page-3)

পক্ষের ১৫ জন আহত হন। নিহতের সমর্থকরা পুলিশের উপস্থিতিতে প্রতিপক্ষের বাড়িঘরে ব্যাপক ভাংচুর ও লুটপাট করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।[২]

শরীয়তপুরের জাজিরায় আ'লীগের সংঘর্ষে নিহত হোসেন খাঁর (ইনসেটে) স্বজনদের আহাজারি। ছবিঃ যুগান্তর, ১১ জানুয়ারি ২০১৭

৬. গত ৩০ জানুয়ারি সিলেট এমসি কলেজে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের নবগঠিত কমিটিকে স্বাগত জানিয়ে ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা আনন্দ মিছিল বের করলে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা প্রকাশ্যে দেশীয় অস্ত্র নিয়ে হামলা চালিয়ে মিছিলটি পণ্ড করে দেয়।[৩]

সিলেট এমসি কলেজে ছাত্রলীগ-ছাত্রদল সংঘর্ষের সময় প্রকাশ্যে রামদা হাতে (গোল চিহ্নিত) ছাত্রলীগের এক ক্যাডার। ছবিঃ যুগান্তর ৩১ জানুয়ারি ২০১৭

[২] শরীয়তপুরে আ'লীগের দু'গ্রুপের সংঘর্ষে নিহত ১ আহত ২০/ যুগান্তর, ১১ জানুয়ারি ২০১৭/ http://www.jugantor.com/first-page/2017/01/11/92220/

[৩] সিলেট এমসি কলেজ:ছাত্রদলের মিছিলে ছাত্রলীগের সশস্ত্র হামলা/ যুগান্তর ৩১ জানুয়ারি ২০১৭/ www.jugantor.com/last-page/2017/01/31/97676/ এবং *অধিকার*এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সিলেটের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

রাজনৈতিক সহিংসতা	বছর			মোট
	২০১৪	২০১৫	২০১৬	
নিহত	১৯০	১৯৭	২১৫	৬০২
আহত	৯৪২৯	৮৩১২	৯০৫৩	২৬৭৯৪

রাজনৈতিক সহিংসতা: আভ্যন্তরীণ সংঘাতের পরিসংখ্যান						
বছর	আভ্যন্তরীণ সহিংসতায় নিহত		আভ্যন্তরীণ সহিংসতায় আহত		সর্বমোট আভ্যন্তরীণ সহিংসতার ঘটনা	
	আওয়ামী লীগ	বিএনপি	আওয়ামী লীগ	বিএনপি	আওয়ামী লীগ	বিএনপি
২০১৬	৭৩	৩	৩৫৮৬	২৩২	৩৩৫	১৫
২০১৫	৪০	২	৩৮৮৪	১৫৭	৩৬৪	১১
২০১৪	৪৩	২	৪২৪৭	৩৯৭	৩৭৪	৩৯
মোট	১৫৬	৭	১১৭১৭	৭৮৬	১০৭৩	৬৫

সভা-সমাবেশে বাধা ও হামলা

৭. ২০১৬ সালের পুরোটা জুড়েই সরকার ভিন্নমত ও ভিন্নমতাবলম্বীদের সভা-সমাবেশ করার অধিকারকে সংকুচিত করা অব্যাহত রাখে। ২০১৭ সালের শুরুতেও এই ধারা অব্যাহত আছে এবং সরকার দলীয় কর্মী ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের ব্যবহার করে বিরোধীদলের সভা-সমাবেশে বাধা দিয়েছে এবং সেগুলোতে হামলা করেছে ।

তেল-গ্যাস-বিদ্যুৎ ও বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির ডাকা হরতালে পুলিশের হামলা

৮. রামপালে ভারতের সঙ্গে যৌথ উদ্যেগে নির্মাণাধীন কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প এবং পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রাভ বন সুন্দরবনবিনাশী সব চুক্তি বাতিলসহ সাতদফা দাবিতে গত ২৬ জানুয়ারি তেল-গ্যাস-বিদ্যুৎ ও বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি রাজধানী ঢাকায় সকাল ৬টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত হরতালের ডাক দেয়। হরতাল চলাকালে হরতাল সমর্থকদের একটি মিছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শাহবাগে জাতীয় যাদুঘরের কাছে যাওয়ার পর তাতে পুলিশ বাধা দিলে হরতাল সমর্থক ও পুলিশের মধ্যে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। পুলিশ এই সময় জলকামান ব্যবহার ও টিয়ারশেল নিক্ষেপ করে হরতাল সমর্থকদের ওপর হামলা চালায়। পুলিশের হামলায় দুজন সংবাদকর্মী আহত হন। জাতীয় কমিটি দাবি করেছে, পুলিশের হামলায় শতাধিক হরতাল সমর্থক আহত হয়েছেন।[৪] রাজধানীর মিরপুরে হরতালের সমর্থনে মিছিল চলাকালে সেখানে দায়িত্বরত ট্রাফিক পুলিশের একজন সার্জেন্ট মিছিলের ওপর বিআরটিসি বাস উঠিয়ে দেয়ার জন্য চালককে নির্দেশ দেন বলে জাতীয়

[৪] সংবাদকর্মীসহ কয়েকজন আহত: জাতীয় কমিটির হরতালে শাহবাগে ধাওয়া, কাঁদানে গ্যাস/প্রথম আলো ২৭ জানুয়ারি ২০১৬/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1068233/

কমিটির সংগঠক আবদুল্লাহ আল মুইজ অভিযোগ করেছেন। এই ঘটনার সত্যতা জানতে ঢাকা ট্রিবিউনের এক সংবাদকর্মী ঘটনাস্থলে গেলে মিরপুর জোনের পুলিশের সহকারী কমিশনার মাহাবুব তাঁকে লাঞ্ছিত করেন।[৫]

তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির হরতাল চলাকালে শাহবাগে জাতীয় কমিটির এক কর্মীকে মারধর করছে পুলিশ। ছবি: প্রথম আলো, ২৭ জানুয়ারি ২০১৭

মিরপুরে রামপাল বিরোধী হরতালের কভাজের সময় ঢাকা ট্রিবিউনের সাংবাদিককে পুলিশ লাঞ্ছিত করে। ছবিঃ ঢাকা ট্রিবিউন ২৬ জানুয়ারি ২০১৭

মিছিল-সমাবেশে হামলা

৯. গত ৫ জানুয়ারি 'গণতন্ত্র হত্যা দিবস' উপলক্ষে বিএনপি আয়োজিত সারাদেশে কালো পতাকা মিছিলে পুলিশ বাধা দিয়েছে এবং আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ ও পুলিশের হামলায় অনেক জায়গায় মিছিল-সমাবেশ পণ্ড

[৫] Police order bus to plough through Rampal protest march in Mirpur /ঢাকা ট্রিবিউন ২৬ জানুয়ারি ২০১৭/ http://www.dhakatribune.com/bangladesh/2017/jan/26/cops-order-bus-plough-through-rampal-protest-march-mirpur

হয়ে গেছে। 'গণতন্ত্র হত্যা দিবস' উপলক্ষে বিএনপি ৭ জানুয়ারি সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অথবা বিকল্প জায়গা হিসেবে তাদের দলীয় কর্যালয়ের সামনে জনসভা করার অনুমতি চাইলে সরকার অনুমতি দেয়নি।[৬] 'গণতন্ত্র হত্যা দিবস' উপলক্ষে ৫ জানুয়ারি বরিশাল শহরের অশ্বিনী কুমার হলের কাছে মিছিল করার জন্য জড়ো হওয়া বিএনপির নেতা-কর্মীদের কাছ থেকে পুলিশ ব্যানার কেড়ে নেয় এবং আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ, যুবলীগ ও পুলিশ মিছিলে হামলা চালালে প্রায় পঞ্চাশজন নেতা-কর্মী আহত হন। এ সময় ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতা-কর্মীরা বিএনপি নেত্রী কামরুন্নাহার রোজির ওপর হামলা চালালে তিনি গুরুতর আঘাত পান। এই ঘটনার চিত্র ধারণ করতে গেলে চ্যানেল আইয়ের ক্যামেরাপার্সন আরিফুর রহমানকে পুলিশ লাঠিপেটা করে।[৭]

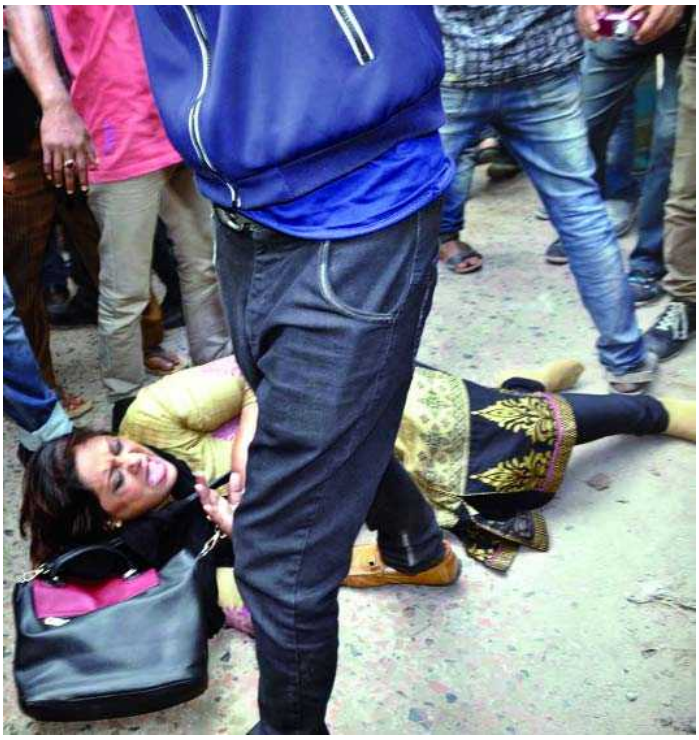

বরিশালে বিএনপির কর্মসূচিতে নগর বিএনপির সহশিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক কামরুন্নাহার রোজির ওপর যুবলীগ-ছাত্রলীগের হামলা। ছবিঃ যুগান্তর ৬ জানুয়ারি ২০১৭

গুম

১০. জানুয়ারি মাসে ৪ জনের গুম হওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। পরবর্তীতে ৪ জনকেই ১০ দিন গুম করে রাখার পর ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

১১. আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য পরিচয় দিয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর অনেকেরই কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। ভিকটিমদের পরিবারগুলোর দাবি, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরাই তাঁদের ধরে নিয়ে গেছে এবং এরপর থেকে তাঁরা গুম হয়েছেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী প্রথমে ধরে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করলেও পরবর্তীতে আটক ব্যক্তিটিকে জনসম্মুখে হাজির করছে অথবা কোন থানায় নিয়ে হস্তান্তর করছে বা গুম হওয়া ব্যক্তিটির লাশ পাওয়া গেছে। গুম একটি মানবতা বিরোধী অপরাধ হওয়া সত্ত্বেও তা অব্যাহত আছে এবং সরকার গুমের বিষয়টি অস্বীকার করে আসছে। কিন্তু ২০১৪ সালের ২৭ এপ্রিল নারায়ণগঞ্জে সাত ব্যক্তিকে গুম করার পর হত্যা করে র‍্যাব -১১ এর সদস্যরা। ২০১৭ সালের ১৬

[৬] *অধিকার* এর সংগৃহীত তথ্য

[৭] সারা দেশে বিএনপির 'গণতন্ত্র হত্যা দিবস' পালন:পুলিশি বাধায় কর্মসূচি পণ্ড/ যুগান্তর ৬ জানুয়ারি ২০১৭/ www.jugantor.com/first-page/2017/01/06/90832/

জানুয়ারি এই গুম ও হত্যাকাণ্ডের মামলায় রায় ঘোষণা করেন নারায়ণগঞ্জ জেলা ও দায়রা জজ সৈয়দ এনায়েত হোসেন। রায়ে র‍্যাব-১১ এর অধিনায়ক লে.কর্নেল (অব.) তারেক সাইদসহ ১৬ জন র‍্যাব কর্মকর্তা ও সদস্যসহ ২৬ জন অভিযুক্তকে ফাঁসির আদেশ দেয়া হয়।[৮] বর্তমান সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণমন্ত্রী মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়ার মেয়ের স্বামী হওয়ার সুবাদে র‍্যাব-১১ এর অধিনায়ক লে.কর্নেল (অব.) তারেক সাইদ গুম-খুনসহ নানা অপকর্মে জড়িয়ে পড়েন। সাত ব্যক্তিকে গুম ও খুন ছাড়াও লে. কর্নেল (অব.) তারেক সাইদের নেতৃত্বাধীন বাহিনী আরও ১১ ব্যক্তিকে গুমের পর হত্যা করে লাশ গায়েব করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এরমধ্যে লাকসাম থেকে কুমিল্লা যাওয়ার পথে র‍্যাবের হাতে গুমের শিকার হন বিএনপি নেতা ও সাবেক সংসদ সদস্য সাইফুল ইসলাম হিরু এবং তাঁর সঙ্গে থাকা পৌর বিএনপির সভাপতি হুমায়ন কবির পারভেজ ও পৌর বিএনপির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক জসিম উদ্দিন। পরে জসিম উদ্দিনকে ছেড়ে দেয়া হলেও সাইফুল ইসলাম হিরু এবং হুমায়ন কবির পারভেজের কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি।[৯]

নারায়ণগঞ্জে সাত খুন, ছবিঃ ডেইলি স্টার, ১৭ জানুয়ারি ২০১৭

নারায়ণগঞ্জে সাত খুনের মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত প্রধান তিন আসামী, ছবিঃ দি ডেইলী স্টার, ১৭ জানুয়ারি ২০১৭

[৮] নূর তারেকসহ ২৬ জনের মৃত্যুদণ্ড/ যুগান্তর ১৭ জানুয়ারি ২০১৬/ www.jugantor.com/first-page/2017/01/17/93821/
http://www.esamakal.net/2017/01/17/images/03_112.jpg

[৯] র‍্যাব- ১১ ছিল কসাইখানা:তারেক সাঈদের নেতৃত্বে আরও ১১ গুম/ যুগান্তর ১৮ জানুয়ারি ২০১৭/ www.jugantor.com/first-page/2017/01/18/94106/

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড চলছেই

১২. *অধিকার* এর *প্রাপ্ত* তথ্য মতে জানুয়ারি মাসে ১৬ জন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড অব্যাহতভাবে চলতে থাকায় দেশের আইন ও বিচার ব্যবস্থা প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে এবং মানবাধিকার চরমভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছে।

১৩. গত ১০ জানুয়ারি গভীর রাতে যশোর জেলার সদর উপজেলায় মোহাম্মদ রাসেল নামে এক যুবককে পুলিশ গুলি করে হত্যা করেছে বলে নিহতের পরিবার অভিযোগ করেছে। যশোর কতোয়ালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ইলিয়াস হোসেন বলেন, রাতে জগহাটি এলাকায় দুই দল ডাকাতের মধ্যে গোলাগুলি হয়। এই সময় রাসেল গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। অন্যদিকে রাসেলের মামি সানিয়া খাতুন জানান, রাসেলকে পুলিশ ধরে নিয়ে ঘাড়ে গুলি করে হত্যা করেছে। রাসেলের নামে কয়েকটি মামলা ছিল।[১০] এদিকে রাসেলের মা *অধিকার*কে জানান, রাসেল নিহত হওয়ার ১০-১২ দিন আগে পুলিশ তাঁদের বাড়িতে তাঁর ছেলেকে খুঁজতে আসে। তিনি মনে করেন যে, পুলিশ তাঁর ছেলেকে আটক করার পর গুলি করে হত্যা করেছে।[১১]

মৃত্যুর ধরণ

ক্রসফায়ার/এনকাউন্টার/বন্দুকযুদ্ধঃ

১৪. জানুয়ারি মাসে ১৫ জন 'ক্রসফায়ার/এনকাউন্টার/বন্দুকযুদ্ধে' নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এদেরমধ্যে ৪ জন র‍্যাবের হাতে এবং ১১ জন পুলিশের হাতে নিহত হয়েছেন।

গুলিতে মৃত্যু ঃ

১৫. উল্লেখিত নিহতদের মধ্যে ১ জন পুলিশের গুলিতে মারা গেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

নিহতদের পরিচয় ঃ

১৬. নিহত ১৬ জনের মধ্যে ২ জন নব্য জেএমবি'র সদস্য, ১৩ কথিত অপরাধী বলে জানা গেছে এবং ১ জনের পরিচয় জানা যায়নি।

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে নির্যাতন ও মর্যাদাহানিকর আচরণ

১৭. ২০১৬ সালে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের হাতে সাধারণ মানুষ ও ভিন্নমতাবলম্বীদের হয়রানি ও নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ, সরকারের সমালোচক ও ভিন্নমতালম্বীদেরকে দমন করার কাজে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে ব্যবহার করার কারণে এইসব বাহিনীর সদস্যরা দায়মুক্তি ভোগ করছে এবং তাদের মধ্যে এই ধারণা প্রবল হয়েছে যে, তারা সব কিছুর ওপরে। ২০১৭ সালে জানুয়ারিতেও এই ধারা অব্যাহত আছে।

১৮. গত ৪ জানুয়ারি রাতে যশোর জেলার কোতয়ালী থানার এসআই নাজমুল এবং এএসআই হাদিবুর রহমান মিলে আবু সাইদ (৩০) নামে এক যুবককে আটক করে থানায় নিয়ে আসে। এরপর ছেড়ে দেবার বদলে দুই লক্ষ টাকা ঘুষ দাবি করে। ঘুষ দিতে অস্বীকার করলে পুলিশ আবু সাইদকে হ্যান্ডকাফ পরিয়ে থানার দুই

[১০] তিন জেলায় 'বন্দুকযুদ্ধে' নিহত ২, গুলিবিদ্ধ ১/ প্রথম আলো, ১২ জানুয়ারি ২০১৭/ http://www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1057799/
[১১] অধিকার এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যশোরের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

টেবিলের মাঝখানে বাঁশ দিয়ে উল্টো করে ঝুলিয়ে নির্যাতন করে। পরে আবু সাইদ পঞ্চাশ হাজার টাকা ওই দুই পুলিশ কর্মকর্তাকে দিলে তাঁকে রাতেই ছেড়ে দেয়া হয়।[১২] এই ঘটনায় সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি কাজী রেজা-উল হক ও বিচারপতি মোহাম্মদ উল্লাহর সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ ৮ জানুয়ারি এস আই নাজমুল ও এএসআই হাদিবুর রহমানকে তলব করেন। পাশাপাশি নির্যাতনের শিকার আবু সাইদকে আদালতে থাকতে বলা হয়। গত ২৫ জানুয়ারি হাইকোর্টে হাজির হয়ে পুলিশের পক্ষে সাফাই গান আবু সাইদ। আবু সাইদের পক্ষে আদালতে এফিডেফিট দাখিল করেন একজন আইনজীবী। আদালত বলেন, পুলিশকে বাঁচানোর জন্যই এই এফিডেফিট দেয়া হয়েছে।[১৩]

১৯. গত ১৫ জানুয়ারি দুপুরে পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলার মাধবপুর গ্রামের মো. আব্দুস ছালাম হাওলাদারকে একই উপজেলার আদাবাড়িয়া ইউনিয়ন শাখা যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মো. বেল্লাল হোসেন উজ্জ্বলের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে বিরোধের জের ধরে আটক করে বগা পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের ইনচার্জ এসআই জসিম উদ্দিন খান। আব্দুস ছালাম হাওলাদারকে তদন্ত কেন্দ্রে নিয়ে গিয়ে নির্যাতন করা হয় এবং ২৫,০০০ টাকা দাবি করা হয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ছালামের স্ত্রী নাসিমা জানান, স্বামীকে ধরে নিয়ে যাবার খবর পেয়ে তাঁর মেয়ে সালমা এবং ভাসুর আবুল কালামকে সঙ্গে নিয়ে বিকেল আনুমানিক ৫ টায় বগা পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রে যান। সেখানে তাঁদের সামনেই এসআই জসিম ও কনস্টবল আল মামুন হাতকড়া পড়ানো অবস্থায় তাঁর স্বামীকে চেয়ারের সঙ্গে বেঁধে লাঠি দিয়ে পেটায়। এই ঘটনায় আব্দুস ছালাম হাওলাদার বাদি হয়ে এসআই জসিম উদ্দিনসহ ৪ জনকে আসামি করে পটুয়াখালীর সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে একটি মামলা দায়ের করেছেন।[১৪]

২০. গত ১৯ জানুয়ারি শরিয়তপুর জেলা শহরে মোটরসাইকেল দিয়ে একটি ইজিবাইককে ধাক্কা দেয় সাদাপোশাকে থাকা র‍্যাব সদস্যরা। এই সময় মোটরসাইকেলের চালক মুঠোফোনে কথা বলছিলেন। ইজিবাইকের আরোহী শরিয়তপুর জেলা জজ কোর্টের সহকারি সরকারি কৌঁসুলী পারভেজ রহমান ও স্পেন প্রবাসী শামীম সিকদারসহ কয়েকজন যুবক এই ঘটনার প্রতিবাদ করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে শহরের রাজগঞ্জ ব্রিজ এলাকা থেকে র‍্যাব পরিচয়ে ৮ থেকে ১০ জন ব্যক্তি শামীম শিকদারকে মারধর করে তুলে নিয়ে যায়। রাত ১০টা পর্যন্ত শামীমের পরিবারের সদস্য ও গণমাধ্যম কর্মীরা র‍্যাব কার্যালয়ে যোগাযোগ করলেও র‍্যাব কর্তৃপক্ষ শামীমকে আটকের বিষয়টি অস্বীকার করে। পরে র‍্যাব একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে শামীম শিকদারকে ১০০ পিস ইয়াবা ও জাল টাকাসহ আটক করা হয়েছে বলে জানায়। শামীম শিকদার বলেন, তিনি ১৫ বছর ধরে স্পেনে বসবাস করছেন। ২০১৬ সালের ৬ ডিসেম্বর তিনি দেশে ফেরেন এবং দুই মাস পর আবার স্পেনে ফিরে যাবেন। র‍্যাবের অন্যায়ের প্রতিবাদ করায় তাঁকে আটক করে নিয়ে রাতে র‍্যাব ক্যাম্পে রেখে চোখ বেঁধে পেটানো হয়।[১৫] গত ২০ জানুয়ারি ২০১৭ শামীমকে ইয়াবা ও জাল টাকা দিয়ে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে র‍্যাব শরিয়তপুর মডেল থানায় ১৯৯০ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ১৯(১) ও ৯(বি) ধারা, ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২৫(বি) ধারা এবং দণ্ডবিধির ৩৩২ ও ৩৫৪ ধারায় মামলা দায়ের করা হয়। গত ২২ জানুয়ারি তিনি জামিনে মুক্তি পান।[১৬]

---

[১২] যশোরে ঘুষ দাবিতে যুবককে থানায় ঝুলিয়ে পেটাল পুলিশ/যুগান্তর ৬ জানুয়ারি ২০১৭/ http://ejugantor.com/2017/01/06/ (পাতা নং-২৪)

[১৩] যশোর থানায় উল্টো ঝুলিয়ে নির্যাতন: হাইকোর্টে পুলিশের পক্ষেই সাফাই গাইলেন সেই যুবক/যুগান্তর ২৬ জানুয়ারি ২০১৭ http://ejugantor.com/2017/01/26/

[১৪] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[১৫] প্রবাসীকে আটক করে মারধর, মাদক ও জাল টাকার মামলা/ প্রথম আলো ২১ জানুয়ারি ২০১৭/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1064007/

[১৬] *অধিকারএর* সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মাদারিপুরের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ

২১. *অধিকার* এর সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী জানুয়ারি মাসে ২ জন সাংবাদিক আহত এবং ১ জন সাংবাদিক লাঞ্ছিত হয়েছেন।

২২. বাংলাদেশের বর্তমান বাস্তবতা হলো যে, এই দেশের অধিকাংশ সংবাদ মাধ্যম, বিশেষত ইলেকট্রনিক মিডিয়া সরকারের সমর্থনপুষ্ট ব্যক্তিদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অপরদিকে বিরোধীদল সমর্থক ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া-চ্যানেল ওয়ান, দিগন্ত টিভি, ইসলামিক টিভি এবং আমার দেশ সরকার বন্ধ করে রেখেছে।[১৭] এরইমধ্যে আরও নতুন পাঁচটি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলের অনুমোদন দিয়েছে সরকার। চ্যানেল প্রাপকদের তালিকায় আছেন একজন মন্ত্রী, একজন ক্ষমতাসীনদলের সংসদ সদস্যসহ সরকার ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিরা। পৃথক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে অনুমোদন পেয়েছে নোয়াখালী-৩ আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ কিরণের গ্লোবাল টিভি, প্রয়াত লেখক সৈয়দ শামসুল হকের ছেলে দ্বিতীয় সৈয়দ হকের আমার টিভি এবং বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী রাশেদ খান মেননের খেলা টিভি।[১৮] এই মাসে সংবাদ সংগ্রহের সময় বা প্রকাশের জের ধরে সাংবাদিকদের ওপর পুলিশ এবং সরকারি দলের নেতা-কর্মীরা হামলা করেছে।

২৩. গত ৫ জানুয়ারি রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০১৬-১৭ শিক্ষবর্ষে ভর্তির জন্য সাক্ষাৎকার দিতে আসা শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিকভাবে লাঞ্ছিত করে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। খবর পেয়ে পুলিশ চারজনকে আটক করে ফাঁড়িতে নিয়ে যায়। পরে রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সহ-সম্পাদক মারুফ ভূঁইয়া, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ ছাত্রলীগের সভাপতি পার্থ প্রামাণিক ও রসায়ন বিভাগ ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আল-আমিনের নেতৃত্বে কয়েকজন ফাঁড়িতে গিয়ে আটক ওই চারজনকে পুলিশের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আসে। এই সময় সংবাদ সংগ্রহের জন্য জাগো নিউজের প্রতিনিধি সজীব হোসাইন ঘটনাস্থলে গেলে তাঁকে মারধর করে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা।[১৯]

২৪. গত ২৬ জানুয়ারি তেল-গ্যাস-বিদুৎ ও বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির ডাকা হরতাল চলাকালে শাহবাগে হরতাল সমর্থকদের ওপর পুলিশের লাঠিচার্জের দৃশ্য ধারণ করতে গেলে এটিএন নিউজের ক্যামেরাপার্সন আবদুল আলিমকে পুলিশ ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়ে চারপাশ ঘিরে বুট ও লাঠি দিয়ে আঘাত করতে থাকে এবং শাহবাগ থানার ভেতরে নিয়ে পেটায় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এই সময় এটিএন নিউজের রিপোর্টার ইহসান বিন দিদার আবদুল আলিমকে রক্ষা করতে এগিয়ে গেলে পুলিশ তাঁকেও পেটায়। গুরুতর আহতবস্থায় তাঁদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এই ঘটনায় পুলিশের এএসআই এরশাদকে গত ২৬ জানুয়ারি সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে এবং এই ঘটনার তদন্তে তিন সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে।[২০] এরপর গত ২৭ জানুয়ারি দুই সংবাদকর্মীকে মারধরের ঘটনায় পুলিশের চার সদস্যের নাম উল্লেখ করে শাহবাগ থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করে এটিএন নিউজ কর্তৃপক্ষ। একইদিনে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল মৌলভীবাজার জেলায় অনুষ্ঠিত একটি অনুষ্ঠানে বলেছেন, "পুলিশ সাংবাদিকদের নির্যাতন করে না। সাংবাদিকদের সঙ্গে মাঝেমধ্যে পুলিশের ধাক্কাধাক্কি হয়ে যায়"।[২১]

---

[১৭] *অধিকারএর প্রাপ্ত তথ্য*

[১৮] মন্ত্রী- সাংসদসহ পাঁচজনকে নতুন টিভি চ্যানেল/ প্রথম আলো ২১ জানুয়ারি ২০১৭/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1064131/

[১৯] 'BCL men' beat journo at Rokeya university /The Daily Star, 07/01/2017 / http://www.thedailystar.net/city/bcl-men-beat-journo-rokeya-university-1341628

[২০] সাংবাদিককে পুলিশের বেধড়ক পিটুনি/ মানবজমিন ২৭ জানুয়ারি ২০১৭/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=50934&cat=2/ এবং যুগান্তর ২৭ জানুয়ারি ২০১৭/নিরুত্তাপ হরতালে বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ/ www.jugantor.com/first-page/2017/01/27/96496

[২১] স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বললেন: সাংবাদিকদের সঙ্গে মাঝেমধ্যে পুলিশের ধাক্কাধাক্কি হয়ে যায়/ প্রথম আলো ২৮ জানুয়ারি ২০১৭/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1068807/

তেল-গ্যাস খনিজসম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা কমিটির ডাকা হরতালে শাহবাগে এটিএন নিউজের ক্যামেরাম্যান আলিমকে বেধড়ক পেটাচ্ছে পুলিশ। ছবিঃ যুগান্তর, ২৭ জানুয়ারি ২০১৭

নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন অব্যাহত

২৫. মতপ্রকাশের স্বাধীনতায় সরকার ও সরকারদলীয় লোকদের হস্তক্ষেপ ২০১৭ তেও অব্যাহত আছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সরকারের উচ্চ মহলের ব্যক্তি বা তাঁদের বিরুদ্ধে কোন মন্তব্য লেখার কারণে বিভিন্ন ব্যক্তির ওপর হামলা, মামলা দায়ের ও কারাগারে বন্দি করার মত ঘটনা ঘটছে। ফলে ফেসবুকসহ বিভিন্ন সোস্যাল মিডিয়ায় লিখছেন এমন বেশীরভাগ মানুষ নিজেদের সেল্ফ সেন্সরশীপ করে লিখতে বাধ্য হচ্ছেন। কারন যাঁদের ধরা হচ্ছে তাঁদের বিরুদ্ধে নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০০৯ ও ২০১৩) এর আওতায় মামলা দায়ের করা হচ্ছে। এই আইনের ৫৭ ধারায়[২২] বলা হয়েছে 'ইলেকট্রনিক ফরমে মিথ্যা, অশ্লীল অথবা মানহানিকর তথ্য প্রকাশ' ও এই সংক্রান্ত অপরাধ আমলযোগ্য ও অ-জামিনযোগ্য এবং সংশোধিত আইনে এর শাস্তি বৃদ্ধি করে সাত থেকে চৌদ্দ বছর পর্যন্ত করা হয়েছে। এই আইনটি মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে ভয়াবহভাবে লঙ্ঘন করছে এবং এটাকে মানবাধিকার রক্ষাকর্মী, সাংবাদিক, ব্লগার ও সাধারণ মানুষের মতপ্রকাশের বিরুদ্ধে বর্তমান সরকার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে।

শ্রমিকদের অধিকার

২৬. জানুয়ারি মাসে ৩ জন শ্রমিক মারা গেছেন। তাঁদের মধ্যে জুতা তৈরির কারখানায় আগুনে পুড়ে ২ জন শ্রমিক ও ১ জন নির্মাণ শ্রমিক কাজ করার সময় ভবনের ছাদ ধ্বসে মারা গেছেন। তাছাড়া বিভিন্ন ফ্যাক্টরির ৭ জন

[২২] ধারা ৫৭: (১) কোন ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়েবসাইটে বা অন্য কোন ইলেকট্রনিক বিন্যাসে এমন কিছু প্রকাশ বা সম্প্রচার করেন, যাহা মিথ্যা ও অশ্লীল বা সংশ্লিষ্ট অবস্থা বিবেচনায় কেহ পড়িলে, দেখিলে বা শুনিলে নীতিভ্রষ্ট বা অসৎ হইতে পারেন অথবা যাহার দ্বারা মানহানি ঘটে, আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে বা ঘটার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় বা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে বা করিতে পারে বা এ ধরনের তথ্যাদির মাধ্যমে কোন ব্যক্তি বা সংগঠনের বিরুদ্ধে উস্কানী প্রদান করা হয়, তাহা হইলে এই কার্য হইবে একটি অপরাধ।
(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন অপরাধ করিলে তিনি সর্বনিম্ন সাত বৎসর ও সর্বোচ্চ চৌদ্দ বৎসর কারাদণ্ডে অথবা অনধিক এক কোটি টাকা অর্থদণ্ডে অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

শ্রমিক আহত হয়েছেন। এই সময়ে ১০৩৪ জন তৈরি পোশাক শ্রমিককে কর্তৃপক্ষ ফ্যাক্টরি থেকে চাকুরিচ্যুত করেছেন।

২৭.তৈরি পোশাক শিল্প বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের একটি প্রধান ক্ষেত্র। এই শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের অবদান অপরিসীম। অথচ শ্রমিকদের না জানিয়ে কারখানা বন্ধ করে দেয়া, শ্রমিক ছাঁটাই ও সেই সঙ্গে বেতন সঠিক সময়ে প্রদান না করার ঘটনা প্রায়ই ঘটছে এবং এর ফলে শ্রমিক অসন্তোষের সৃষ্টি হচ্ছে।

২৮.২০১৬ সালের ডিসেম্বর মাসে পোশাক শিল্প শ্রমিকদের একটি অংশ ১৫ হাজার টাকা নূন্যতম বেতন নির্ধারণের দাবিতে আন্দোলন শুরু করায় আশুলিয়ায় শ্রমিক অসন্তোষের ঘটনা ঘটে। পোশাক শিল্প মালিকদের প্রতিষ্ঠান বিজিএমইএ ২০১৬ সালের ২০ ডিসেম্বর ৫৫টি কারখানা বন্ধের ঘোষণা দেয়। ১৯ ডিসেম্বর শ্রমিক নেতারা 'ষড়যন্ত্র' বা অপরাধ সংঘটনের চক্রান্ত করেছেন-এই অভিযোগে আশুলিয়া থানা পুলিশ বাদী হয়ে ১৫ জন শ্রমিক নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৬ (২) ধারায় মামলা দায়ের করে এবং ১৫ জনের মধ্যে ৮ জনকে পুলিশ আলোচনার জন্য ডেকে নিয়ে গ্রেপ্তার করে। ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৬ (২) ধারাটি বিলুপ্ত করা হলেও পুলিশ এই ধারায় তাঁদের গ্রেপ্তার করে। সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের দপ্তর সম্পাদক খালেকুজ্জামান লিপন গার্মেন্ট শ্রমিক ফ্রন্ট সাভার-আশুলিয়া শিল্পাঞ্চল থানার সাধারণ সম্পাদক আহমেদ জীবনকে গ্রেপ্তারের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে রিট আবেদন দায়ের করার পর বিষয়টি আদালতের নজরে আসে। উল্লেখ্য ১৯৯০ সালে এরশাদের পতনের পর বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদ একটি অধ্যাদেশ জারি করে ৭৪ এর বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৬, ১৭ ও ১৮ ধারা বাতিল করেন। যা ১৯৯১ সালে সংসদে অনুমোদিত হয়। এরপর ২০০৭ সালে সামরিক বাহিনী সমর্থিত তত্বাবধায়ক সরকার জরুরী অবস্থার সময়ে এই ধারাটি পুনরুজ্জীবিত করে। ২০০৮ সালের নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের পর এই অধ্যাদেশসহ ১২২ টি অধ্যাদেশ সংসদের প্রথম অধিবেশনে পেশ করা হলেও, তা অনুমোদিত হয়নি । ফলে ৭৪ এর বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৬, ১৭ ও ১৮ ধারা বাতিল অবস্থায় থেকে যায়।[২৩]

কারখানায় আগুন

২৯. গত ১০ জানুয়ারি নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও উপজেলার কাঁচপুর এলাকায় রহিম স্টিল মিলে আগুন লেগে ইউসুফ আলী (৫৫) নামে একজন শ্রমিক মারা গেছেন।[২৪]

৩০.গত ১৭ জানুয়ারি ঢাকা মহানগরীর বংশালের সাতরওজা এলাকায় ফয়সল অ্যান্ড সেবা নামে একটি জুতা কারখানায় থাকা কেমিক্যালের ড্রামে আগুন লেগে তারেক মাহমুদ (১৭), মোহাম্মদ কামাল (২৫) নামে দুই শ্রমিক দগ্ধ হন এবং মোহাম্মদ হানিফ মিয়া (২৫) নামে আরেকজন আহত হন। দগ্ধ শ্রমিকদের ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে ভর্তি করা হয়েছে।[২৫]

৩১.২০১৬ সালের ১০ সেপ্টেম্বর গাজীপুরের টঙ্গী বিসিক শিল্প এলাকায় টাম্পাকো ফয়েলস লিমিটেডে আগুনের ঘটনায় নিখোঁজ নয়জনের মধ্যে পাঁচ জনের পরিচয় ডিএনএ পরীক্ষার মাধ্যমে সনাক্ত করা হয়েছে। টঙ্গী থানার উপ-পরিদর্শক সুমন কুমার ভক্ত (ভিকটিমদের লাশ সনাক্তকরণ ও লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তরকরণের বিষয়গুলো দেখছেন) জানান, সিআইডি-এর ঢাকায় অবস্থিত কেন্দ্রীয় ডিএনএ পরীক্ষাগার থেকে বিশেষ দূতের

[২৩] বিশেষ ক্ষমতা আইনের বিলুপ্ত বিধানে ১৫ জন কারাগারে/ প্রথম আলো ১৯ জানুয়ারি ২০১৭/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1062607/

[২৪] Mill worker burnt to death in Narayanganj/ডেইলি ট্রিবিউন ১১ জানুয়ারি ২০১৭/ http://www.dhakatribune.com/bangladesh/2017/01/10/mill-worker-burnt-death-nganj/

[২৫] **জুতার কারখানায় দুই শ্রমিক দগ্ধ/** নয়াদিগন্ত ১৮ জানুয়ারি ২০১৭/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/188349 এবং Two burnt in Bangshal shoe factory fire/দি ট্রিবিউন ১৮ জানুয়ারি ২০১৭/ http://www.dhakatribune.com/bangladesh/dhaka/2017/01/17/two-burnt-bangshal-shoe-factory-fire/

মাধ্যমে পাঠানো কারখানায় আগুনের ঘটনায় নিহত ৩৯ জন ও নিখোঁজ নয়জন শ্রমিকের আত্মীয়দের ডিএনএ প্রোফাইলিং-এর প্রতিবেদন গত ২৭ জানুয়ারি টঙ্গী থানা গ্রহণ করেছে। তিনি জানান, নিখোঁজ নয়জন শ্রমিকের পরিবারগুলোর মধ্যে পাঁচটি পরিবারের ডিএনএ প্রোফাইল ৩৯ জন নিহত শ্রমিকের মধ্যে পাঁচজনের সঙ্গে মিলেছে। তবে তিনি তাঁদের নাম প্রকাশ করতে অস্বীকার করেন।[২৬]

ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও ক্ষুদ্রজাতিগোষ্ঠির মানবাধিকার লঙ্ঘন

৩২.২০১৬ সালে উল্লেখযোগ্যভাবে ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও ক্ষুদ্রজাতিগোষ্ঠির নাগরিকদের ওপর হামলা এবং তাঁদের উপাসানলয়-বাড়িঘর ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ভাংচুর ও তাতে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। এরমধ্যে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগরে হিন্দু ধর্মাবলম্বী নাগরিকদের ওপর হামলা এবং গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠির নাগরিক সাঁওতালদের ওপর হামলা করে বাড়িঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়ার ঘটনা অন্যতম। এই সব ঘটনায় ক্ষমতাসীনদল আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী ও আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের জড়িত থাকার অভিযোগ পাওয়া গেছে এবং আওয়ামী লীগের কয়েকজন নেতাকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে।[২৭] অতীতে এই ধরনের ঘটনাগুলোর বিচার না হওয়ায় এবং সেই ঘটনাগুলোকে রাজনীতিকীকরণের কারণে এই ধরনের ঘটনা ঘটছে এবং ২০১৭ সালের শুরুতেও তা অব্যাহত আছে।

৩৩. নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলার ভুলতা এলাকার স্বর্গীয় কালাচাঁন পালবাড়ীতে দুর্বৃত্তরা রাধা-কৃষ্ণ মন্দিরে প্রতিমা ভাংচুর করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। গত ১৩ জানুয়ারি রাত আনুমানিক ১টায় কয়েকটি মটরসাইকেলযোগে একদল দুর্বৃত্ত এসে প্রথমে কীর্তনের কুঞ্জে আগুন ধরিয়ে দেয়। এরপর রাধা-কৃষ্ণ মন্দিরে হামলা চালিয়ে প্রতিমা ভাংচুর করে।[২৮]

৩৪. গত ২১ জানুয়ারি ভোরে গাজিপুর জেলার কালিগঞ্জ উপজেলার মোক্তারপুর ইউনিয়নের বড়গাঁও বাজারে রমাই ঠাকুর দূর্গা মন্দিরের ৯টি প্রতিমা দুবৃর্ত্তরা ভাংচুর করে ।[২৯]

৩৫. ২০১৬ সালের ৬ নভেম্বর গাইবান্ধা জেলায় ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠির নাগরিক সাঁওতালদের ঘরবাড়িতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের আগুন লাগানোর ভিডিও চিত্র সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে ২০১৬ সালের ১৪ ডিসেম্বর সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি ওবায়দুল হাসান এবং কৃষ্ণা দেবনাথের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ গাইবান্ধার মূখ্য বিচারিক হাকিম মোহাম্মদ শহীদুল্লাহকে তা তদন্ত করার নির্দেশ দেন। গত ৩০ জানুয়ারি মূখ্য বিচারিক হাকিম তাঁর তদন্ত প্রতিবেদন আদালতে জমা দেন। তদন্ত প্রতিবেদনে সাঁওতালদের ঘরবাড়িতে আগুন লাগানোর ঘটনায় স্থানীয় দুর্বৃত্তদের সঙ্গে পুলিশের তিনজন সদস্য সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। [৩০]

---

[26] TONGI FACTORY FIRE: DNA tests identify five bodies of missing workers/ নিউএজ ২৯ জানুয়ারি ২০১৭/ http://www.newagebd.net/article/8026/dna-tests-identify-five-bodies-of-missing-workers

[২৭] যুগান্তর ৫ নভেম্বর ২০১৬

[২৮] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নারায়ণগঞ্জের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[২৯] কালিগঞ্জে মন্দিরে প্রতিমা ভাংচুরের অভিযোগ/যুগান্তর ২২ জানুয়ারি ২০১৭/ http://ejugantor.com/2017/01/22/ (পাতা- ১৫)

[৩০] 3 cops, local men involved / ডেইলীস্টার ২২ জানুয়ারি ২০১৭/ ht t p: / / www. t hedai l yst ar . net / f r ont page/ 3- cops- l ocal - men- i nvol ved- 1353652/ **সাঁওতালপল্লীতে হামলায় পুলিশ জড়িত/** সমকাল ২২ জানুয়ারি ২০১৭/ht t p: / / bangl a. samakal . net / 2017/ 01/ 31/ 266876

সাঁওতালদের ঘরবাড়িতে আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের আগুন লাগানোর ঘটনা। ছবিঃ আলজাজিরা টিভির ভিডিও থেকে সংগৃহীত।

নারীর প্রতি সহিংসতা

৩৬.২০১৭ সালেও নারীর প্রতি সহিংসতা অব্যাহত আছে। ভিকটিম নারীরা বিচার না পাওয়ায় অপরাধীরা উৎসাহিত হচ্ছে ও গাণিতিকহারে সহিংসতার পরিমান বেড়েই চলেছে।

যৌন হয়রানি

৩৭.জানুয়ারি মাসে মোট ১৪ জন নারী ও মেয়ে শিশু যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ৭ জন আহত, ১ জন লাঞ্ছিত ও ৬ জন বিভিন্নভাবে যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন। এই সময় যৌন হয়রানির প্রতিবাদ করতে গিয়ে ১ জন পুরুষ বখাটেদের হাতে নিহত হয়েছেন। এছাড়াও যৌন হয়রানির প্রতিবাদ করতে গিয়ে ১৮ জন পুরুষ ও ৩ জন নারী আহত হয়েছেন এবং ১ জন পুরুষ লাঞ্ছিত হয়েছেন।

৩৮.উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী ২০১৬ সালে যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন। এরমধ্যে সিলেটের খাদিজার ঘটনা অন্যতম। ২০১৭ সালের শুরুতেই খাদিজার ঘটনার মতোই ঘটনা ঘটেছে এবং এক কলেজ ছাত্রীকে কোপানো হয়েছে।

৩৯.গত ১৫ জানুয়ারি সিলেটের জকিগঞ্জে কলেজ ছাত্রী ঝুমা বেগম স্থানীয় কালীগঞ্জ বাজারে যাবার পথে রসুলপুর গ্রামের রাস্তায় তাঁকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে আহত করে একই গ্রামের বাহার উদ্দিন (২২)। তাঁকে আশংকাজনক অবস্থায় সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। জানা গেছে ঝুমা বেগম বাহার উদ্দিনের প্রেমের প্রস্তাব প্রত্যাখান করায় তাঁর ওপর হামলা চালানো হয়। পুলিশ বাহার উদ্দিনকে গ্রেফতার করেছে।[৩১]

৪০.গত ২৮ জানুয়ারি বরিশাল শহরের শহীদ আবদুর রব সেরনিয়াবাত মাধ্যমিক বিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ঢুকে দশম শ্রেণীর ছাত্র সাইয়েদুর রহমান (১৫) কে কুপিয়ে হত্যা করে একদল কিশোর। এই সময় তাঁকে রক্ষা করতে আরেক

[৩১] *অধিকারএর* সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সিলেটের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

ছাত্র গোলাম সাফিন রাফি এগিয়ে গেলে তিনিও আক্রমণের শিকার হন। রাফিকে বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অভিযোগ রয়েছে যে, পার্শ্ববর্তী টেকনিক্যাল কলেজের কিছু ছাত্র প্রায়ই ওই স্কুলের ছাত্রীদের যৌন হয়রানি করতো। সাইয়েদুর রহমান এর প্রতিবাদ করায় তাঁর ওপর এই হামলা চালানো হয়। এই ঘটনায় সন্দেহভাজন হিসেবে সাইদ ও শাহীন নামে দুইজনকে আটক করেছে পুলিশ।[৩২]

যৌন হয়রানির প্রতিবাদ করতে গিয়ে স্কুলছাত্র সাইয়েদুর রহমান (ইনসেটে) বখাটেদের হাতে নিহত হন। ছবিঃ যুগান্তর ২৯ জানুয়ারি ২০১৭

ধর্ষণ

৪১.জানুয়ারি মাসে মোট ৩৯ জন নারী ও মেয়ে শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছেন বলে জানা গেছে। এঁদের মধ্যে ১২ জন নারী, ২৬ জন মেয়ে শিশু এবং ১ জনের বয়স জানা যায়নি। ঐ ১২ জন নারীর মধ্যে ২ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন, ২ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে এবং ১ জন আত্মহত্যা করেছেন। ২৬ জন মেয়ে শিশুর মধ্যে ৭ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন। এই সময়কালে ৯ জন নারী ও শিশুকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

৪২.গত ৭ জানুয়ারি জয়পুরহাট জেলার আক্কেলপুর উপজেলার গোপীনাথপুর ইউনিয়নের আলাদিপুর গ্রামে মুক্তার হোসেন নামে এক ব্যক্তি এক নারীকে ধর্ষণ করে। স্থানীয় লোকজন ধর্ষক মুক্তার হোসেনকে আটক করে। বিষয়টি ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য আব্দুল খালেককে জানালে তিনি পরে বিচারের কথা বলে ধর্ষক মুক্তার হোসেনকে ছেড়ে দেন। এরপর ১০ জানুয়ারি ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য আব্দুল খালেকসহ স্থানীয় মাতবররা সালিশে বসে ধর্ষক মুক্তার হোসেনকে ৪৫ হাজার টাকা জরিমানা করেন এবং সেই টাকা নিজেরা ভাগাভাগি করে নিয়ে নেন।[৩৩]

যৌতুক সহিংসতা

৪৩.জানুয়ারি মাসে ১৭ জন নারী যৌতুক সহিংসতার শিকার হয়েছেন। ৬ জন নারীকে যৌতুকের কারণে হত্যা করা হয়েছে এবং ১১ জন বিভিন্নভাবে নিপীড়নের শিকার হয়েছেন।

[৩২] যৌন হয়রানির প্রতিবাদ:বরিশালে স্কুল ক্যাম্পাসে ছাত্রকে কুপিয়ে হত্যা/ যুগান্তর ২৯ জানুয়ারি ২০১৭/ www.jugantor.com/first-page/2017/01/29/97045/

[৩৩] আক্কেলপুরে ধর্ষণের ঘটনা ৪৫ হাজার টাকায় রফা/ যুগান্তর ১৫ জানুয়ারি ২০১৭/ www.jugantor.com/second-edition/2017/01/15/93501/

৪৪.গত ২ জানুয়ারি রংপুর শহরের মাহিগঞ্জের দেওয়াটুলি এলাকায় রোকসানা আক্তার আইরিন (২১) নামে এক গৃহবধু যৌতুক হিসেবে দাবী করা ৫০ হাজার টাকা দিতে না পারায় তাঁর স্বামী শরীফ তাঁকে পিটিয়ে হত্যা করে।[৩৪]

এসিড সহিংসতা

৪৫.জানুয়ারি মাসে ৩ জন নারী এসিডদগ্ধ হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ২ জন নারী ও ১ জন মেয়ে শিশু।

৪৬.গত ১৩ জানুয়ারি ঢাকা মহানগরের নাখালপাড়া এলাকায় পারিবারিক বিরোধের জের ধরে আকলিমা আক্তার (৩৮) নামে এক নারীর ওপর অ্যাসিড ছুড়ে মারে তাঁর স্বামী আবদুল কুদ্দুস। এতে আকলিমার মুখ, হাত ও বুক অ্যাসিডে ঝলসে যায়। তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে ভর্তি করা হয়েছে।[৩৫]

বাংলাদেশের ওপর ভারত সরকারের আগ্রাসী নীতি

৪৭.বাংলাদেশের ওপর ভারত সরকারের আগ্রাসী নীতি অব্যাহত আছে। ভারত সরকার প্রায় বিনা খরচে (পণ্য পরিবহনে প্রতি টনে ১৯২ টাকা ২২ পয়সা হারে মাশুল ধার্য করা হয়েছে) সংশোধিত প্রটোকল অন ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্রানজিট এন্ড ট্রেড (পিআইডব্লিউটিটি) চুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশের ওপর দিয়ে ট্রানজিট সুবিধা নিচ্ছে এবং অসমভাবে অন্যান্য বাণিজ্যিক সুবিধা ভোগ করছে। ২০১৫ সালের ৬ জুন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাংলাদেশে সফরের সময় উভয় দেশের মধ্যে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।[৩৬] ভারত বাংলাদেশকে শুষ্ক মৌসুমে পানির ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে এবং বর্ষা মৌসুমে ফারাক্কা ও গজলডোবা বাঁধের স্লুইস গেইটগুলো খুলে দিয়ে কৃত্রিমভাবে বাংলাদেশে বন্যার সৃষ্টি করে আন্তর্জাতিক আইন লংঘন করছে।[৩৭] এছাড়া রামপাল বিদুৎ কেন্দ্র নির্মাণের প্রক্রিয়া শুরু করে সুন্দরবন এবং এর চারপাশের প্রাণ বৈচিত্র্য ধ্বংসের কারণ ঘটাচ্ছে ও আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নিয়ে বাংলাদেশকে এক ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।[৩৮] পাশাপাশি সীমান্তের শূন্য রেখা থেকে দেড় শ গজের মধ্যে বেড়া দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।[৩৯] অন্যদিকে সীমান্তে নির্বিচারে বাংলাদেশী নাগরিকদের নির্যাতন ও হত্যা করছে এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে বাংলাদেশী নাগরিকদের ওপর হামলা চালাচ্ছে। আগের বছরগুলোর মতই ২০১৭ সালের জানুয়ারি মাসেও ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায় বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা অব্যাহত রয়েছে। দুই দেশের মধ্যে সমঝোতা এবং এই সম্পর্কিত চুক্তি অনুযায়ী যদি কোন দেশের নাগরিক অনুনোমোদিতভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে তবে তা অনুপ্রবেশ হিসেবে চিহ্নিত হবার কথা এবং সেই মোতাবেক ঐ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে বেসামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করার কথা।[৪০] কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, ভারত দীর্ঘদিন ধরে ওই সমঝোতা এবং চুক্তি লঙ্ঘন করে সীমান্তের কাছে কাউকে দেখলে বা কেউ সীমান্ত অতিক্রম করলে তাঁকে নির্যাতন করছে বা গুলি করে হত্যা করছে, এমনকি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে

---

[৩৪] **রংপুরে যৌতুকের জন্য স্ত্রীকে পিটিয়ে হত্যা/**নয়াদিগন্ত ৫ জানুয়ারি ২০১৭/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/184567

[৩৫] আজ মানববন্ধন: অ্যাসিডদগ্ধ আকলিমার অবস্থা আশঙ্কাজনক/ প্রথম আলো ১৫ জানুয়ারি ২০১৭/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1059953/

[৩৬] দি ডেইলি স্টার, ১৪/০৬/২০১৬, http://www.thedailystar.net/backpage/transit-gets-operational-1239373

[৩৭] http://www.bbc.com/bengali/news-37244367

[৩৮] প্রথম আলো, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৬, http://en.prothom-alo.com/environment/news/122299/Unesco-calls-for-shelving-Rampal-project

[৩৯] প্রথম আলো, ৫ অক্টোবর ২০১৬; www.prothom-alo.com/international/article/994375/

[৪০] http://archive.newagebd.net/253126/bsf-kills-2-bangladeshis-borders/

বেআইনীভাবে অনুপ্রবেশ করে হত্যা, নির্যাতন ও লুটপাট করছে, যা আন্তর্জাতিক আইন ও মানবাধিকারের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

সীমান্তে বিএসএফ কর্তৃক বাংলাদেশী নাগরিকদের মানবাধিকার লঙ্ঘন

৪৮. *অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী জানুয়ারি মাসে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফ ১ জন বাংলাদেশীকে গুলি করে হত্যা করেছে এবং বিএসএফ এর ধাওয়া খেয়ে পদ্মা নদীতে ঝাঁপ দিয়ে ১ জন মারা যান। এছাড়া ৩ জন বিএসএফ'র হাতে আহত হয়েছেন। এরমধ্যে ১ জন গুলিতে এবং ২ জন নির্যাতনে আহত হন। এইসময়ে বিএসএফ সদস্যরা ৫ বাংলাদেশীকে ধরে নিয়ে যায়।

৪৯. গত ৭ জানুয়ারি চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুরহুদা উপজেলার চাকুলিয়া সীমান্তে বকুল মণ্ডলসহ ৫/৬ জন বাংলাদেশী গরু ব্যবসায়ী গরু আনতে বাংলাদেশ সীমান্তের ৮৮ নং মেইন পিলারের কাছে অবস্থান করছিলেন। এই সময় ভারতের মালুয়াপাড়া ক্যাম্পের বিএসএফ সদস্যরা তাঁদের ধাওয়া করে এবং বকুলকে আটক করে তাঁর ওপর নির্যাতন চালায়। এরপর মুমূর্ষু অবস্থায় তাঁকে বাংলাদেশ অংশে ফেলে রেখে চলে যায় বিএসএফ সদস্যরা। পরে গ্রামবাসী বকুলকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নেয়ার পথে তিনি মারা যান। [৪১]

মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে প্রতিবন্ধকতা

৫০. বর্তমান সরকার *অধিকার* এর ওপর হয়রানি অব্যাহত রেখেছে। ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার *অধিকার* এর বিভিন্ন মানবাধিকার প্রতিবেদনের কারণে *অধিকার* এর ওপর হয়রানি শুরু করে। এরপর ২০১৩ সালে ৫ ও ৬ মে হেফাজতে ইসলামের সমাবেশকে কেন্দ্র করে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনার ওপর *অধিকার* প্রতিবেদন প্রকাশ করার পর ২০১৩ সালের ১০ অগাস্ট রাতে *অধিকার* এর সেক্রেটারি আদিলুর রহমান খানকে পুলিশের গোয়েন্দা শাখা (ডিবি)'র সদস্যরা তুলে নিয়ে যেয়ে পরবর্তীতে আদিলুর এবং *অধিকার* এর পরিচালক এএসএম নাসির উদ্দিন এলানকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত আইন ২০০৯ এর ৫৭/১ ধারায়) এ অভিযুক্ত করে। আদিলুর এবং এলানকে যথাক্রমে ৬২ ও ২৫ দিন আটক রাখা হয়। *অধিকার* এর সেক্রেটারি আদিলুর রহমান খান, *অধিকার* এর কর্মীবৃন্দ এবং *অধিকার* এর কার্যালয়ের ওপর গোয়েন্দাদের নজরদারী চলছে এবং *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সারাদেশের মানবাধিকার কর্মীদের ওপর নজরদারীসহ মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে বাধা প্রদান অব্যাহত আছে। *অধিকার* এর মানবাধিকার সংক্রান্ত সমস্ত কার্যক্রম ব্যাহত করার জন্য তিন বছর ধরে সবগুলো প্রকল্পের অর্থছাড় বন্ধ করে রাখা, সংস্থার নিবন্ধন নবায়ন না করা এবং নতুন কোন প্রকল্পের অর্থছাড় সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রেখেছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনস্থ এনজিও বিষয়ক ব্যুরো। *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মীরা মানবাধিকার রক্ষার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকার কারণেই তাঁদের প্রায় সবাই স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে এখনও সংস্থাটি চালাচ্ছেন।

[৪১] দামুড়হুদা সীমান্তে বিএসএফের নির্যাতনে গরু ব্যবসায়ীর মৃত্যু/যুগান্তর ৮ জানুয়ারি ২০১৭/ http://ejugantor.com/2017/01/08/ http://ejugantor.com/2017/01/08/7/details/7_r7_c2.jpg

সুপারিশসমূহ

১. রাজনৈতিক সহিংসতা ও দুর্বৃত্তায়ন বন্ধ করতে হবে। অবিলম্বে আলোচনার ভিত্তিতে নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে অথবা জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্যোগ নিতে হবে।

২. সরকারকে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতনের ঘটনাগুলোর সঙ্গে জড়িত আইন প্রয়োগকারী সংস্থা গুলোর সংশ্লিষ্ট সদস্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। সরকারকে অবশ্যই নির্যাতন বিরোধী জাতিসংঘ সনদের অপসোনাল প্রোটোকল অনুমোদন করতে হবে এবং নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন ২০১৩ বাস্তবায়ন করতে হবে।

৩. গুম এবং হত্যার ব্যাপারে সরকারকে ব্যাখ্যা দিতে হবে। গুম হওয়া ব্যক্তিদের তাঁদের স্বজনদের কাছে ফেরত দিতে হবে। গুম ও হত্যার সঙ্গে জড়িত আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য এবং জড়িত অন্যান্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। *অধিকার* অবিলম্বে গুম হওয়ার বিরুদ্ধে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ২০০৬ সালের ২০ ডিসেম্বর গৃহীত সনদ 'ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন ফর দি প্রোটেকশন অফ অল পারসনস্ ফ্রম এনফোর্সড ডিসএপিয়ারেনস্' অনুমোদন করার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে।

৪. দমনমূলক অসাংবিধানিক কর্মকাণ্ড থেকে সরকারকে বিরত থাকতে হবে। বিরোধীদল ও ভিন্নমতালম্বীদের সভা-সমাবেশ করার অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে।

৫. মতপ্রকাশ ও গণ মাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। মানবাধিকার রক্ষাকর্মী ও সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনাগুলোর সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে দোষী ব্যক্তিদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। আমার দেশ পত্রিকা, দিগন্ত টিভি, ইসলামিক টিভি ও চ্যানেল ওয়ান টিভির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হবে। নির্বতনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০০৯ ও ২০১৩) ও বিশেষ ক্ষমতা আইন অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। নির্বিচারে সরকার দলীয় ব্যক্তিদের টিভি চ্যানেলের মালিকানার মাধ্যমে তথ্য বিকৃতি ও প্রকৃত তথ্য গোপনের সংস্কৃতি থেকে সরকারকে সরে আসতে হবে।

৬. তৈরি পোশাক শিল্প শ্রমিকদের সমন্বিত সুরক্ষা কার্যক্রমের আওতায় আনতে শ্রমিকদের ন্যায্য বেতন-ভাতা দিতে এবং শিল্প কারখানাগুলোকে পরিকল্পিতভাবে সঠিক অবকাঠামো ও পর্যাপ্ত সুবিধাসহ গড়ে তুলতে হবে।

৭. সমাজের অন্যান্য নাগরিকদের তুলনায় যেসব নাগরিক তাঁদের ভাষা বা ধর্ম বিশ্বাসের কারণে সংখ্যালঘু, তাঁদের জানমালের সুরক্ষা দিতে হবে এবং তাঁদের ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে তাঁদের পূর্ণ অধিকার নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্র ও সরকারকে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে।

৮. বিএসএফ'র মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো সরেজমিনে অনুসন্ধান করে সরকারকে এর বিরুদ্ধে ভারতের কাছে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জানাতে হবে এবং ভিকটিমদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে ভারত সরকারকে বাধ্য করার উদ্যোগ নিতে হবে। বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী বাংলাদেশী নাগরিকদের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

৯. নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধে দ্রুততার সঙ্গে বিচার করে অপরাধীদের শাস্তি দিতে হবে এবং প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াসহ সর্বস্তরে নিয়মিত সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

১০. *অধিকার* এর সেক্রেটারি এবং পরিচালক এর বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯) এ দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের হয়রানি করা বন্ধ করতে হবে। *অধিকার* এর মানবাধিকার বিষয়ক প্রকল্পগুলোর অবিলম্বে অর্থছাড় করতে হবে।